গাংনীতে সাংবাদিক-পুলিশের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে সাংবাদিক ও পুলিশের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী যুবলীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। গ্রেপ্তার হাফিজুর রহমান কাজিপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বলে জানা গেছে।

শুক্রবার (৬ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কাজিপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। হাফিজুর রহমান উপজেলার কাজিপুর গ্রামের গোলাম বাজার এলাকার দারজেলের ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) গাংনী থানা চত্বরে ভ্যান চোর চক্রের গ্রেপ্তার হওয়া চার সদস্যকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন হাফিজুর। এ সময় সাংবাদিকরা ভ্যানচালক রবিউল ইসলামের কাছে ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হন। এ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর বাগ্বিতণ্ডা হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গেও অসদাচরণ করেন তিনি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে (২০০৯ সালের সংশোধনী ২০১৩) তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

আলমডাঙ্গার জেহালায় সাবেক যুবলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক এক নেতাকে

আটক করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাতে নিজ বাড়ি থেকে মো. সোহেল তিতুমীর (৪৫) নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার ৭ নম্বর জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সোহেল তিতুমীর জেহালা বাবুপাড়া গ্রামের মো. সুজা উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং অপরাধের সঙ্গে জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

যুবলীগ নেতা জেমস স্বপন মল্লিক বাবু কারাগারে

ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালীন ১৯ জুলাই কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসার ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থী ওমর ফারুক হত্যা মামলায় জেমস স্বপন মল্লিক বাবুকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার রাজধানীর চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আসামী জেমস স্বপন মল্লিক বাবু কিডনি প্রতিস্থাপনের রোগী হওয়ায় তাকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য জেল সুপারকে নির্দেশ দেন। জেমস স্বপন মল্লিক বাবু মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের ব্রজেন মল্লিকের ছেলে। তিনি কেন্দ্রীয় যুবলীগ সদস্য। এর আগে গত সোমবার সুত্রাপুর থানা পুলিশের একটি টিম সদও ঘাট এলাকা থেকে জেমস স্বপন মল্লিককে আটক করে।

কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা জেমস স্বপন মল্লিক বাবু গ্রেফতার

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক বাবুকে গ্রেফতার করেছে রাজধানীর সূত্রাপুর থানা পুলিশ।

আজ সোমবার বিকাল ৪টার দিকে সদরঘাট এলাকার নিজ অফিস তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জেমস স্বপন মল্লিক বাবু মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের ব্রজেন মল্লিকের ছেলে।

দামুড়হুদায় যুবলীগ নেতা জাহিদুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় মারামারির ঘটনায় আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে যুবলীগ নেতা জাহিদুল এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করলো চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ

পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম। সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলে নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়। এক পর্যায়ে আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। পরে এঘটনায় আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে। এরই সুত্র ধরে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের একটি দল যুবলীগ নেতা জাহিদুল মেম্বার কে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে গ্রেফতার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে প্রেমিকার ছেলে কাস্তে দিয়ে কুপিয়ে জখম করলো যুবলীগ নেতাকে

গাংনীতে মায়ের পরোকীয় প্রেমিক গ্রাম যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিকে (৫২) ধারালো কাস্তে (ধান কাটা অস্ত্র) দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে ছেলে। মারাত্বক জখম নিয়ে যুবলীগ নেতা শফিকুল এখন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার গলায় ৬১ টি, হাতে ১২টি ও শরীরের অন্য অংশে ১৫ টির অধিক সেলাই হয়েছে বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে।

এদিকে ওই নারী দাবি করেন, আমার কাছে না আসার জন্য আমি প্রায় এক বছর যাবৎ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তারপরেও সে আমাকে বিভিন্নভাবে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছে। গতরাতে আমি আমার স্বামীকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে আছি। এই সুযোগে সে জোরপূর্বক আমার কাছে এসেছে। আমি এখন তার বিচার চাই।

এদিকে শফিকুল ইসলামের পিতা মোকাদ্দেস আলী মহুরি ও বোন রহিদা খাতুন শফিকুল ইসলামের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, ওই নারী চরিত্রহীন। আমার ছেলেকে মোবাইল ফোনে ডেকেছে, আমার ছেলে তার কাছে গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলাকার একাধিক নারী ও গ্রামবাসি জানান, শফিকুলের বিরুদ্ধে নারী কেলেংকারির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নারী কেলেংকারীর অভিযোগ রয়েছে। ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারেনা। এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হলে, এলাকার মানুষ শফিকুল ইসলামের বিচার দাবি করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, রাতে ঘটনাটি শোনার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য আলামত উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। শফিকুল ইসলাম বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ দেইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুবলীগ নেতা সুইটসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী মামলা

মেহেরপুরে চাঁদাবাজীর অভিযোগে যুবলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান সুইটসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন আব্দুর বারী ফারুখ নামে এক ব্যক্তি। মামলার অপর আসামীরা হলেন সুইটের ভাই মো. লিভু ও মো. রানা।

গত ৭ এপ্রিল শুক্রবার মেহেরপুর সদর থানায় বাদী এ মামলা দায়ের করেন। আসামী সহিদুজামান সুইট (৩৬) ও মো. লিভু (৪০) শহরের পুরাতন

বাসস্ট্যাণ্ড পাড়াার মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে এবং মো. রানা (৩৫) একই পাড়ার মো. নজুর ছেলে।

লিখিত এজাহারে বাদীর অভিযোগ, আসামীগন মাদক ব্যবসায়ী ও চাঁদাবাজ প্রকৃতির লোক। তারা এলাকায় মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজী করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাদী মোদীখানার পাইকারী ব্যবসায়ী। বাদীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম আফিল ট্রেডার্স। বাদীর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি উক্ত জমি বিক্রয়ের জন্য ঘোষণা করিলে আসামীগন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় বাদীকে বলে জমি বিক্রয় করিলে আসামীকে চাঁদা দিতে হইবে নইলে জমি বিক্রয় করিতে পারবেন না জানায়।

গত ৩০ মার্চ অনুমান সকাল ১০টার দিকে আসামীগন বাদীর দোকানে ‘যান এবং বাদীকে এবং বাদীর পরিবারের লোকজনদের খুন জখমের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া নগদ দুই লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। বাদী মোদীখানার দোকান আফিল ট্রেডার্সের মধ্যে মোঃ সিরাজ ও মোঃ আঃ কুদ্দুস মেঘা উপস্থিতে ১নম্বর আসামী সহিদুজামান সুইট ও ৩ নম্বর আসামী মোঃ রানার হাতে নগদ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা চাঁদা দেন।

বাদী এজাহারে আরো বলেন, আসামীরা জমি ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন সময় ক্রেতারা আসলে তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তাড়িয়ে দেয়। জমি বিক্রয়ের সংবাদ পেয়ে আসামীগন বাদীকে এবং বাদীর ম্যানেজার সিরাজকে ৪এপ্রিল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সময় বাস ষ্ট্যান্ড পাড়ায় বাদীর জমির উপর মারতে যায় ও হুমকি দিয়ে বলে যে চার লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হবে বলে আসামীগন ভয়ভীতি হুমকী দিয়া চলে যায়।

ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতা নয়নকে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের আলোচিত যুবলীগ নেতা নয়নকে হত্যা চেষ্টা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী কে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

র্যাবের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, বৃহস্পতি বার (৫ জানুয়ারি) র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, নয়ন হত্যাচেষ্টা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী ঢাকা মহানগরীর মহাখালী এলাকায় আত্নগোপন রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানিক দলটি ঢাকা মহানগরীর মহাখালী এলাকায় রাত দেড়টার দিকে অভিযান পরিচালনা করে ঝিনাইদহ সদর থানার বয়ড়াতলা গ্রামের মোঃ এনামুল কবির বিপ্লব (৩৮) কে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ যে, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পূর্ব শত্রুতার জেরধরে গত ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে যুবলীগ নেতা নয়ন ইসলাম শহর থেকে নিজ বাড়ীতে ফেরার পথে ঝিনাইদহ সদর থানার বয়রাতলা ফকিরপাড়া এলাকায় পৌছলে গ্রেফতারকৃত আসামীসহ তার সহযোগীরা রামদা, চাইনিজ কুড়াল, লোহার রডসহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিকটিম কে এলোপাথাড়ি ভাবে আঘাত করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম করে। তাৎক্ষনিক ভাবে স্থানীয়রা ভিকটিমকে ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান শেষে ভিকটিমকে ঢাকা পঙ্গু হাসাপাতালে রেফার্ড করে।

এ বিষয়ে ভিকটিমের পিতা জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঝিনাইদহের সদর থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন। বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উক্ত ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আসামীদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রাখে।
গ্রেফতারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুবলীগ নেতা রাজুর সঙ্গে আ’লীগের সাংগঠনিক সম্পর্ক

ছিন্ন করে বিবৃতি

ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহম্মেদের সঙ্গে সকল সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে বহিস্কারের সুপারিশ করেছে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগ।

সোমবার রাতে এক বিবৃতিতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ সাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এখবর জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুবলীগ নেতা রাজু ও এস এম রবির অডিও রেকর্ড ভাইরাল হলে তা জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর দৃষ্টিগোচর হয়। অডিও রেকর্ডে যুবলীগ নেতা রাজু জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ও জেলা আ’লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাবু কনক কান্তি দাস সম্পর্কে অশ্লিল ও কুরুচিপুর্ন শব্দ ব্যবহার করে তার বাড়িতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে সম্প্রদায়ীক দাঙ্গার উস্কানী দেন। এ ছাড়া রাজু পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস সম্পর্কে অশ্লিল শব্দ ব্যবহার করে গালিগালাজ করেন।

রাজুর এহেন কথোপকথন দলীয় শৃংখলা পরিপন্থি, সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা ও শিষ্টাচার বহির্ভুত বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। রাজু অডিওতে এমন বক্তব্য দিয়ে সংগঠন বিরোধী অপরাধ করেছেন মর্মে বলা হয়। ফলে জেলা আওয়ামীলীগ রাজুর সাথে সকল সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন এবং এ ঘটনার কোন দায় দায়িত্ব ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগ বহন করবে না। দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ আরো জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগ ও কেন্দ্রীয় যুবলীগকে রাজুর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য সম্প্রতি যুবলীগ নেতা রাজু ও হামদহ এলাকার যুবলীগ কর্মী এস এম রবির কথোপকথনের অডিও রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হলে তা মুহুর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়। হিন্দু সম্প্রদায় ও আওয়ামীলীগের সিনিয়র দুই নেতা কনক কান্তি দাস এবং জীবন বিশ্বাসকে“মালাউন” ও “চাড়াল” বলে গালি দেয় যুবলীগ নেতা রাজু।

এছাড়া আসন্ন জেলা পরিষদে কনক কান্তি দাসের বিরুদ্ধে অবস্থান